SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
এসএমই ফাউন্ডেশন
বর্ষ ০৮ | সংখ্যা ২৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

এসএমই নীতিমালা-২০১৯ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

৯ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এসএমই নীতিমালা ২০১৯। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারের উন্নয়ন রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সার্বিক এসএমই খাত উন্নয়নের পাশাপাশি ২০২৪ এর মধ্যে জাতীয় আয়ে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান বিদ্যমান ২৫% থেকে ৩২% -এ উন্নীতকরণ এই নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য। নীতিমালায় বলা হয়েছে, উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ছয়টি বিষয়, যেমন অর্থ প্রাপ্তির সুবিধা, প্রযুক্তি সহায়তা, বাজারে প্রবেশের সুবিধা, বিজনেস সাপোর্ট এবং তথ্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সহায়ক নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ, টেকসই ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং অস্বচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত কিন্তু সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও ব্যবসা সহায়ক সেবা সহায়তা লাভের সুযোগ প্রাপ্তিকে গুরুত্ব দেয়ার কথা নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এই নীতিমালার কর্মকৌশলসমূহের বাস্তবায়ন সহজতর করবে। নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড বডিসমূহের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এসএমই খাতের উন্নয়নে অত্যাবশ্যক অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব থাকবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর আর কৌশলগত লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড বডিসমূহ।

এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর কর্মপরিকল্পনায় ১১টি কৌশলগত লক্ষ্যের আওতায় ৬০টি কর্মকৌশল/কৌশলগত হাতিয়ার এবং ১৩১টি কার্যক্রম রয়েছে। প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য কয়েকটি প্রধান বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ছাড়াও সহযোগী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়নকে বেগবান করা এবং এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই নীতিমালায় ২টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক. শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি ৩৩ সদস্যের 'জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)'।

খ. শিল্প সচিবের সভাপতিত্বে এসএমই নীতিমালায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য ২৩ সদস্যের কার্যকরী কমিটি 'জাতীয় এসএমই টাস্কফোর্স'।

এক নজরে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক:

১. ২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীতকরণ;
২. ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ব্যবসা নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রক্রিয়া ও ক্লিয়ারেন্স শর্ত সহজীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ;
৩. এসএমই উদ্যোক্তাদের বাজেটের মাধ্যমে কর প্রণোদনা প্রদানসহ পৃথকীকৃত এআইটি, ভ্যাট, ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি সুবিধা প্রদান;
৪. রপ্তানিমুখী এসএমই উদ্যোক্তাদের সকল প্রণোদনায় অগ্রাধিকার প্রদান;
৫. এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পণ্যের নতুন বাজার সন্ধানে অ্যাডভাইজরি সার্ভিস প্রদান;
৬. উদ্যোক্তার কাছাকাছি যেতে বিভাগ/জেলায় পর্যায়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
৭. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
৮. এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) চালুকরণ;
৯. ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবসার সুযোগ বাড়াতে ই-কমার্স গাইডলাইন তৈরি;
১০. নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল গঠন;
১১. প্রযুক্তি ও ইনোভেশন ইনকিউবেশন কেন্দ্র স্থাপনে সিড মানি ও ভর্তুকি প্রদান;
১২. এসএমই ক্লাস্টারগুলোতে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

'Women Entrepreneurs in SMEs: Bangladesh Perspective 2017' গবেষণার তথ্য ও পর্যবেক্ষণ প্রকাশ

এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মাধ্যমে 'Women Entrepreneurs in SMEs: Bangladesh Perspective 2017' গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

১৭ অক্টোবর ২০১৯, বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। এছাড়া অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন বিআইডিএস'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। (বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

গবেষণা গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সফলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপস্থাপন

১০ জুলাই ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মিলনায়তনে চার সফল উদ্যোক্তার সফলতা উপস্থাপন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় অনুষ্ঠানে ২০১৬ সালের জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার বিজয়ী মাসুদা ইয়াসমিন উর্মি ও এ. টি. এম. সামসুজ্জামান এবং ২০১৮ সালের জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার বিজয়ী মাকসুদা হাসনাত এবং মোঃ গাজী তৌহীদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তাদের সফলতা তুলে ধরেন। এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু, ব্যবসা পরিচালনায় বাধা ও সেগুলো উত্তরণ এবং ব্যবসায় সাফল্য উপস্থাপনের পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন চার সফল উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম এবং মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের ব্যবসা সফলতা উপস্থাপন করেন চারজন উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা হওয়াকে মহৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদান ও অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষক, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শেষ বর্ষের নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ২০০জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সাফল্য উপস্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অতিথিদের সাথে চারজন সফল উদ্যোক্তা

বগুড়ায় ফার্নিচার উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ফার্নিচার শিল্পের টেকসই বিকাশ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী ডিজাইন প্রণয়ন, গুণগত কাঁচামাল ব্যবহার ও দক্ষ কারিগর তৈরি অত্যাবশ্যক। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পণ্যের মানোন্নয়ন সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে ২৬ আগষ্ট ২০১৯ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) বগুড়ায় সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বগুড়া ফার্নিচার ক্লাস্টারের ৫০জন উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা এবং ব্যবহারিক ডেমনস্ট্রেশন দেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে উডওয়ার্কিং পাওয়ার টুলস, কম্বিনেশন প্ল্যানার ও থিকনেসিং এবং সিএনসি রাউটিং এর ব্যবহার। এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে বিশ্ব বাজারের উপযোগী গুনগত মানসম্পন্ন ফার্নিচার উৎপাদন। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিটাক মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিটাক-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান

এছাড়া বিশেষজ্ঞ-বক্তা ছিলেন বিটাক, বগুড়ার অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জিয়াউল হক ও উড টেক সলিউশন-এর সিইও মোঃ নাইমুল হোসেন খান। বগুড়া অঞ্চল ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি খন্দকার শাহ আলম স্বপনের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ তানভীর ফয়সাল।

'Women Entrepreneurs in SMEs: Bangladesh Perspective 2017' গবেষণার তথ্য ও পর্যবেক্ষণ প্রকাশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, এসএমএই ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও নারী-উদ্যোক্তা ইসমাত জেরিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ডিভিশনের কর্মকর্তা লীলা রশিদ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মকর্তা মাসুমা বেগম, পাট পণ্য রফতানিকারক কোহিনুর ইয়াসমিন, সাংবাদিক সালাম জোবায়ের, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার গুলশান নাসরিন চৌধুরী, রূপান্তরিত নারী (তৃতীয় লিঙ্গ) আফরোজা বেগম মৌরি মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং নারী ব্যতীত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকর গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে নারী-উদ্যোক্তাদের সমস্যার সমাধান করছে। তিনি বলেন, নারী-উদ্যোক্তা বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের বড় ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিল্প মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

তিনি আরো বলেন, জাতিগঠনে বাংলাদেশের নারীদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। দেশের নারী জনগোষ্ঠী তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন পেশায় যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে আগামী দশ বছর পর পেশাগতভাবে নারীদের আলাদাভাবে দেখার কোনো প্রয়োজন হবে না। বাংলাদেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশিয় বাজারের বিপুল চাহিদা মেটাতে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য নারী-উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নারী ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসছেন। এ হার ১৭ থেকে ২৬ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ নারীরা শুধু চাকরি খুঁজছে না, তারা চাকরি দিচ্ছেও। এটা ভালো লক্ষণ যে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীরা-উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে আসছেন। তিনি বলেন, নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিগণ। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট www.smef.gov.bd -এর প্রকাশনা ও প্রতিবেদন শিরোনামের স্টাডি রিপোর্ট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

গবেষণার বিষয়	২০০৯	২০১৭
গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষিত নারী-উদ্যোক্তা	২০%	২৬%
নারী-উদ্যোক্তাদের পারিবারিকভাবে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করা	২৮%	৪%
করদাতা নারী-উদ্যোক্তা	১০%	৫৬%
নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় কম্পিউটার ব্যবহার	১০%	৩৫%

পটুয়াখালীতে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সভা আয়োজন

পটুয়াখালীর নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৩ জুলাই ২০১৯ পটুয়াখালী সদরের জেলা স্কাউট ভবনের সম্মেলন কক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সভা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। 'How to Start New Business' এর আওতায় পটুয়াখালীর উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন সেক্টরের ২৫জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে উপস্থিত নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাব্য প্রশিক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পটুয়াখালিতে প্রথমবারের মত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সহযোগিতা ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পটুয়াখালীতে প্রশিক্ষণ সম্ভাব্যতা যাচাই সভায় নারী-উদ্যোক্তাগণ

পটুয়াখালীতে নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পটুয়াখালীতে নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক

পটুয়াখালীর নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সার্বিক সহায়তা প্রদানে ফাউন্ডেশন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ২১-২৫ জুলাই ২০১৯ আয়োজিত কর্মশালায় ক্যাটারিং, বিউটি পার্লার, বুটিক ও হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে ৩০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, ব্যবস্থাপক মাসুদুর রহমান এবং পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ইসমাত জেরিন খান।

এমএসএমই খাতের উন্নয়ন কৌশল পরিদর্শনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ফাউন্ডেশনের স্টাডি ভিজিট

ভারতে স্টাডি ভিজিট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি দল

ভারত ২০০৬ সালে এসএমই উন্নয়ন আইন প্রণয়নের পর ২০০৭ সালে এমএসএমই মন্ত্রণালয় গঠন করে। প্রতিবেশী দেশটির এমএসএমই খাতের উন্নয়ন কৌশল, সরকারি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়, এই খাতে দেয়া ভারত সরকারের প্রণোদনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং বাংলাদেশের এসএমই খাতে তা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সম্প্রতি এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল ভারত সফর করে। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি এর নেতৃত্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই সফরে ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এসএমই উদ্যোক্তাসহ ৭জন প্রতিনিধি। ৩-১০ আগস্ট ২০১৯ প্রতিনিধি দল ভারতের কলকাতা, দুর্গাপুর ও বোলপুর সফর করেন। স্টাডি ভিজিটে পশ্চিমবঙ্গের ফেডারেশন অব অ্যাসোসিয়েশন অব কটেজ অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ (FACSI), ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBSIDC) ও দুর্গাপুর স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (DSIA) এর সাথে মতবিনিময়, কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে সভা, পূর্ব বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী বিজয় ভারতী'র সাথে বৈঠকসহ এসএমই ক্লাস্টারের কয়েকটি শিল্প পার্ক (গ্রিনফিল্ড প্রকল্প) কয়েকটি শিল্প কারখানা, বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার, শান্তিনিকেতন লেদারগুডস ক্লাস্টার, মাগ্রাহাট সিলভার ফিলিগ্রি ক্লাস্টার এবং কলকাতার জানবাজার লেদার ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। স্টাডি ভিজিট প্রোগ্রামে তারা মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কৌশল ও কার্যক্রমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা এবং এমএসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারণা গ্রহণ করেন। এই সফর আয়োজনে FACSI সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। সফর শেষে প্রতিনিধিদল তাদের সুপারিশ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের এসএমই উন্নয়নে আলাদা আইন প্রণয়ন, দুই দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন ও সরকারি সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে মেলা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতিনিধিদলের এই স্টাডি সফরের খবর পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার এবং বর্তমান পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯' আয়োজন ফিডব্যাক সভা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের ৮ বিভাগীয় শহর ও ২৩ জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা সফলভাবে আয়োজন করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসব মেলায় জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এবং জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর প্রতিনিধিসহ সব স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে এসএমই ফাউন্ডেশন। নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত মেলার অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এসব জেলার মেলা আয়োজনে এসএমই ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, উদ্যোক্তা ও ফোকাল পার্সনদের উপস্থিতিতে একটি ফিডব্যাক সভা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১৮ জুলাই ২০১৯ ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স হলে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ ফিডব্যাক সভাটি আয়োজিত

মোঃ সফিকুল ইসলাম। ফিডব্যাক সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মফিজুল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিসিক, নাসিব, চেম্বার, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথি, উদ্যোক্তা, মেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে আয়োজিতব্য আঞ্চলিক 'এসএমই পণ্য মেলা ২০২০' আয়োজনের গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Bangladesh Trade Portal-এ তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ফাউন্ডেশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষত আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল নামে একটি ওয়েবপোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তৈরি ট্রেড পোর্টালে পণ্য রপ্তানি ও আমদানি সম্পর্কিত সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা'র কাছ থেকে সংগ্রহ করে উক্ত পোর্টালে নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ৮ আগস্ট ২০১৯ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন Mr. Erik Nora, Task Team Leader, BRCP-1, The World Bank. অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিম এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষরকৃত চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স বিষয়ে রিফ্রেশার প্রোগ্রাম

এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা/ই-কমার্সে সক্ষমতা অর্জনে এসএমই ফাউন্ডেশন ক্রমাগত কাজ করছে। যার ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন ঢাকাসহ বিভাগীয় পর্যায়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স ও ই-মার্কেটিং সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ব্যবসায়িক কৌশলসমূহের সাথে পরিচয় প্রদানে ঢাকায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ ই-কমার্স বিষয়ক রিফ্রেশার প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি।

ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স হলে ই-কমার্স রিফ্রেশার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা/ই-কমার্সে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কয়েক বছর যাবত এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে এসএমই উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স/ডিজিটাল মার্কেটিং/সোশ্যাল কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ই-কমার্স বিষয়ে ১১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এতে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর উদ্যোক্তারা সহজে এবং দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসার করতে পারছেন। প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টাল www.smef.gov.bd এর প্রকাশনা ও প্রতিবেদন শিরোনামের প্রচারপত্র অংশে পাওয়া যাবে।

ফাউন্ডেশনের কম্পিউটার ল্যাবে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ক্লাস্টার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার উন্নয়ন উইং জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯, তিন মাসে ৯০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ২২-২৪ সেপ্টেম্বর বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ৩০ জন উদ্যোক্তাকে 'বিপণন কৌশল' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সৈয়দপুরের ৩০ জন ক্ষুদ্র গার্মেন্টস উদ্যোক্তাকে দেয়া হয় 'Product Design Development for RMG Products' বিষয়ে প্রশিক্ষণ। ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পূর্বমাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারের ৩০ উদ্যোক্তাকে হিসাবরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের ৬০ জন উদ্যোক্তাকে 'Awareness of Modern Machine Techniques and Demonstration' ও নেতৃত্ব বিষয়ে এবং সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টার ও পূর্বমাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারের ১২০ জন উদ্যোক্তাকে পণ্য রপ্তানি, নেতৃত্ব, হিসাবরক্ষণ কৌশল ও পণ্য বহুমুখীকরণ বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। আর চলতি অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার উন্নয়ন অনুবিভাগ ১৮টি ক্লাস্টারে মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য ঠিক করেছে।

ক্লাস্টার	বিষয়	উদ্যোক্তা
বগুড়া হালকা প্রকৌশল	বিপণন কৌশল	৩০
সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস	Product Design Development	৩০
পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা	হিসাবরক্ষণ	৩০

'হিসাবরক্ষণ' প্রশিক্ষণ পূর্বমাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টার

'বিপণন কৌশল' প্রশিক্ষণ, বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার

কিশোরগঞ্জে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য 'টেকনিকস অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' প্রশিক্ষণ

এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং -এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর আওতায় নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে কিশোরগঞ্জে ০৪ আগস্ট ২০১৯ আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে ব্যবসা বহুমুখীকরণে আগ্রহী ৩০জন নারী-উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং -এর উদ্যোগে কিশোরগঞ্জে ১৫-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 'আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বিদ্যমান ব্যবসার পাশাপাশি ব্যবসায় ভ্যালু অ্যাডিশনের মাধ্যমে পণ্যের বহুমুখিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব রয়েছে। গতানুগতিক বুটিকস ও টেইলারিং ব্যবসায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের হ্যান্ডপেইন্ট এবং গ্লাস পেইন্ট এর শাড়ি, পটারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটিতে এ জাতীয় নতুন ধরণের ব্যবসায় সংযুক্তির ক্ষেত্রে কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান, বাজারমূল্য এবং ব্যবসায় ঝুঁকি ও সম্ভাবনাসমূহের ওপর বিষদ আলোচনা করা হয়। পণ্য উৎপাদন পরবর্তী বিপণন এবং বাজার সংযোগ তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর সভাপতি মুজিবুর রহমান বেলাল এবং কিশোরগঞ্জ উইমেন চেম্বারের সভাপতি ফাতেমা জোহরা আক্তার। পাঁচ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নিসর্গ -এর সত্ত্বাধিকারী আয়েশা সিদ্দিকা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ফাউন্ডেশনের পক্ষে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং -এর ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান এবং সহকারি ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে নারী-উদ্যোক্তাদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

কিশোরগঞ্জে 'নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য টেকনিকস অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের একাংশ

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকা ও রাজশাহী জেলায় 'How to Start a New Business' ৫ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এতে ৬০জন নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নড়াইল, নেত্রোকোনা এবং ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও ফুলবাড়িয়ায় 'বিভিন্ন ধরনের হাতের সেলাই' বিষয়ক ১০ দিনের ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই) এর সহায়তায় চট্টগ্রামে 'বেসিক বিউটিফিকেশন' ও 'কাটিং, সুইং অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং' বিষয়ে ২টি এবং জয়পুরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সহায়তায় জয়পুরহাট জেলায় 'বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন' ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া উইমেন এন্টারপ্রিনিয়র অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) এর সহায়তায় কুমিল্লা জেলায় 'বিউটিফিকেশন ও বিউটি পার্লার ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি প্রশিক্ষণে মোট ১২০জন নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের রিসোর্সপার্সনদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ঢাকার ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে 'ToT for Resource Person Skill for the related resource persons' ৩ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে ২৩ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

ভৈরবে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের একাংশ

পাদুকা ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি ও স্যাম্পল প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। 'ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঠিক কৌশল প্রয়োগে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি' ১৯-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আট দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ভৈরব ও কিশোরগঞ্জের এর উদ্যোক্তা/-কর্মীসহ ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী। ভৈরব পাদুকা কারখানা মালিক সমবায় সমিতি প্রশিক্ষণটি আয়োজনে সহায়তা করে। পাদুকার ধরন, নকশার শ্রেণীবিভাগ ও নকশাকরণ প্রক্রিয়া, প্যাটার্নের শ্রেণিবিভাগ, বেসিক প্যাটার্ন তৈরির প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের অ্যালাউন্স পরিচিতি, প্যাটার্নে অ্যালাউন্স যুক্ত করার কৌশল, সু-সাইজিং সিস্টেম, গ্রেডিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, কাটিং, স্কাইভিং ও স্প্লিটিং অপারেশন, সেলাই, মার্কিং ও ডেকোরেশন কৌশল, সোল, ইনসোল ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহ, অ্যাসেমব্লিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল, লাস্টিং, প্রেসিং ও ট্রিমিং প্রক্রিয়া এবং মান পরীক্ষাসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে চার বছরে ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আটটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ২৪০জন উদ্যোক্তা এবং পাদুকা শ্রমিক।

'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট' এ লেখা আহবান

এসএমই খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করনে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সেই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন 'International Journal of SME Development' জার্নাল নিয়মিত প্রকাশ করছে। জার্নালটি পেশাদারি অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত এসএমই সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ সর্বোপরি এসএমই শিল্পখাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে জার্নালটির ৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

জার্নালটির তৃতীয় সংখ্যায় Factors affecting Total Factor Productivity: Firm-level Evidence from Manufacturing Sector of Bangladesh, Major Obstacles for SMEs: A Comparative Analysis of Bangladesh, South Asia and other Developing Countries, Too Small to Export: Firm Characteristics for Export Market Participation in Manufacturing Sector, Managerial Attitudes towards Environmental Sustainability among SMEs in Bangladesh, Promoting Small and Medium Enterprises (SMEs) to Foreign Market: Adopting Uppsala Model to Bangladeshi SMEs, Impact of Microcredit Program on Women Entrepreneurship in Bangladesh: A Case Study of Society for Social Service ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে জার্নালের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের থেকে লেখা আহবান করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

SME FOUNDATION

International Journal of SME Development

(ISSN 2305-7750)

Call for Papers

The International Journal of SME Development is a flagship peer-reviewed journal of the SME Foundation (SMEF), Bangladesh. It intends to publish original research papers in all issues pertaining to SME development. In particular, we solicit articles on the following topics, however, manuscripts on other relevant topics are also encouraged for submission.

- Policies and Institutions
- SME Cluster Development
- Value Chain Analysis
- Entrepreneurship and Innovation
- Women Entrepreneurship
- Green Business
- SME Financing
- Technology/ICT for SMEs
- Industrial Estates/Economic Zones
- Firm Capabilities
- Industrial Sub-contracting
- Internationalization & Market Competitiveness of SMEs
- Branding of SME Products & Services
- Other Relevant Issues

Authors are requested to visit www.smef.org.bd/ijsmed for further details.

All communications:

Research Wing, SME Foundation, Royal Tower, 4 Panthapath, Dhaka - 1215, Bangladesh.
Tel: +8802-8142983, 9104124 Cell: 01515260721, 01711439579 Fax: +88-02-8142467
E-mail: ijsmed@smef.org.bd Web: www.smef.org.bd/ijsmed

নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

ময়মনসিংহে নারী উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের সাথে অতিথিবৃন্দ

ময়মনসিংহ

নারী-উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ময়মনসিংহে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সোমবার ময়মনসিংহের আসপাডা ট্রেনিং একাডেমী'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহের নারী-উদ্যোক্তা ও নারী সংগঠক আইনুন্নাহার। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে নাঈমা ইসলাম, আবিদা সুলতানা এবং মোছাঃ নার্গিস আক্তার উপস্থিত ছিলেন। ফাউন্ডেশনের পক্ষে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র উপব্যবস্থাপক মোছাঃ নাজমা খাতুন এবং সহকারি ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল ইসলাম। কর্মশালায় ৭০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জ

নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণে কিশোরগঞ্জে কর্মশালার আয়োজন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। ৪ আগস্ট ২০১৯ রবিবার কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ উইমেন চেম্বারের সভাপতি ফাতেমা জোহরা আক্তার। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন আয়েশা সিদ্দিকা, আবিদা সুলতানা এবং মুবাশ্বেরা রহমতুল্লাহ। ফাউন্ডেশনের পক্ষে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র উপব্যবস্থাপক মোছাঃ নাজমা খাতুন এবং সহকারি ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল ইসলাম। কর্মশালায় ৭০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তিন সফল উদ্যোক্তা তুলে ধরেন, একজন নারী একসাথে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় যুক্ত হলে লোকসানের ঝুঁকি কম। তাই নারীরা নিজেদের সামর্থ্য ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে একই সাথে একাধিক ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

কিশোরগঞ্জে কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের সাথে অতিথিবৃন্দ

রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় আগত অতিথিবৃন্দ

রাজশাহী

নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণে রাজশাহীতে কর্মশালার আয়োজন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর পর্যটন মোটেল-এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পারভেজ রায়হান। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন মোছাঃ নার্গিস আক্তার, আবিদা সুলতানা এবং হাসিনা মুক্তা। ফাউন্ডেশনের পক্ষে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান এবং সহকারি ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল ইসলাম। কর্মশালায় ৭০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যাচারাল ডাইং বিষয়ে প্রশিক্ষণ

এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ময়মনসিংহে ন্যাচারাল ডাইং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। জেলার আসপাডা ট্রেনিং একাডেমী'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসকে হাফিজুর রহমান। ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন ছিলেন অয়ন ক্রাফটস এর স্বত্ত্বাধিকারী নাঈমা ইসলাম। ফাউন্ডেশনের পক্ষে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান এবং উপব্যবস্থাপক মোছাঃ নাজমা খাতুন। কর্মশালায় ৩০ জন নারী-উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে নারী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যাচারাল ডাইং বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী উদ্যোক্তাবৃন্দ

নওগাঁয় 'বয়লার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নওগাঁয় 'বয়লার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য যন্ত্র বয়লার। তবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক অপারেটরই এর ব্যবহারবিধি জানেন না। তাই প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের ঝুঁকি বাড়ছে। যুগোপযোগী জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ বয়লার অপারেটর তৈরিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় ২৯ সেপ্টেম্বর-০৫ অক্টোবর ২০১৯ নওগাঁ জেলায় ৭ দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সদস্য বিজয় ভূষণ পাল, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রধান বয়লার পরিদর্শক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এবং নওগাঁ জেলা চাল কল মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ জেলা চাউল কল মালিক গ্রুপের সভাপতি রফিকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ১৫টি অটো/সেমি-অটো রাইস মিল প্রতিষ্ঠানের ২৮জন বয়লার অপারেটর ও টেকনিশিয়ান অংশগ্রহণ করেন।

চীনের আন্তর্জাতিক মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

এসএমই ফাউন্ডেশন ২৩-২৬ আগস্ট ২০১৯ চীনের গুয়াংজু শহরে অনুষ্ঠিত '2019 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo' মেলায় অংশগ্রহণ করে। এ বছর মেলায় অংশগ্রহণ করে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তাপুষ্ট ৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস্, পিস অ্যান্ড লেমন, রাহেলা জুট ক্রাফটস্, জল রং ও রূপসী বাংলা। ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্যোক্তারা মেলায় চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, ক্রাফট ও শোপিস আইটেম এবং হোম ডেকোরেশন অ্যান্ড ফ্যাশন ডিজাইন সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় এবং রপ্তানি আদেশ পান। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

চীনের আন্তর্জাতিক মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদল

সাইবার নিরাপত্তায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের করণীয় বিষয়ক সেমিনার আয়োজন

যুগোপযোগী পণ্য উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝে যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে 'সাইবার নিরাপত্তায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের করণীয়' বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর উন্মুক্ত আলোচনায় এসএমই উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় সাইবার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, প্রবন্ধ-উপস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারীরা। সেমিনারে ৬০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম।

ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স হলে সেমিনারটির মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন SSL Wireless -এর প্রধান নির্বাহী পরিচালক

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, আইসিটি বিভাগ -এর মহাপরিচালক মোঃ রাশেদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) সেমিনারটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন। SSL Wireless এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশিস চক্রবর্তী সেমিনারটির মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

যশোর হালকা প্রকৌশল শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ঋণ-ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠান আয়োজন

হালকা প্রকৌশল শিল্প অমিত সম্ভাবনাময় খাত। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ হালকা প্রকৌশল শিল্পকে উচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব, সহজ শর্তে অর্থায়ন সংকট ইত্যাদি এ খাতের প্রধান সমস্যা। হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে অর্থায়নসহ নানা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষিতে এসএমই ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম, যশোর, নাটোর, পাবনা এবং হবিগঞ্জ হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের মাধ্যমে 'আইডিএলসি-এনলাইটেন' ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। কর্মসূচির আওতায় উদ্যোক্তারা ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ পাচ্ছেন। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে যশোর হালকা শিল্প ক্লাস্টারের বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ঋণ পেয়েছেন। তবে আরো অনেক উদ্যোক্তাকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্য এসএমই ফাউন্ডেশনের। এ প্রেক্ষাপটে 'আইডিএলসি-এনলাইটেন' ঋণ কার্যক্রম ও কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহণের শর্তাবলির বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ যশোর হালকা প্রকৌশল শিল্প

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, যশোর-এর কার্যালয়ে ঋণ-ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠান আয়োজন

উদ্যোক্তাদের সাথে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড -এর কর্মকর্তাদের ঋণ-ম্যাচমেকিং কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, যশোর শাখা সভাপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম বাবুসহ ক্লাস্টারের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী প্রায় ৩০জন উদ্যোক্তা, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড -এর এসএমই-এসইএফ ডিভিশন-এর রিজিওনাল বিজনেস হেড মোঃ কবির হোসেন ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে সহকারী মহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, ঋণ আবেদন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

এস এম ই ফাউন্ডেশন

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে সমাদৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও স্বল্প পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোনো বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে নারী এবং সকল শ্রেণির এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করছে। তৃণমূল, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করাই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১. সমগ্র দেশব্যাপী উৎপাদনমুখী (সেবা খাতসহ) শিল্প খাতের অগ্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সর্বাত্মক সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা।

২. ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ব্যবসায়িক চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, বাণিজ্য সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরামর্শক কোম্পানি ও পেশাজীবী সংগঠন -এর কার্যাবলি সম্পাদনে পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা করা।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই পদক প্রদান করা।

৪. সরাসরি ঋণ বিতরণ ব্যতীত দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সহায়ক ঋণের ব্যবস্থা করা, এ ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তহবিলের যোগান দাতা যেন উক্ত তহবিল নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বল্প সুদে বিতরণ করা হয়।

৫. ব্যক্তিখাতের উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন সহায়তার যৌক্তিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মসূচি প্রণয়ন।

৬. দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করা যাতে বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ নানা সেবা যেমনঃ ঋণের সহজলভ্যতা, তথ্য সহায়তা, পরামর্শ সেবা, বাজারজাতকরণ, পণ্যের ডিজাইন ও গুণগত মানের উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান, পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারে।

৭. নতুন উদ্যোগ স্থাপনে সহায়ক সহায়তা, পদ্ধতি ও সেবা প্রদান করা একই সাথে বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৮. গবেষণা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে সরকারি নিয়ম নীতিগত প্রতিকূলতা চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

৯. ক্রমান্বয়ে একটি একক সেবা প্রদান কেন্দ্রে পরিণত হওয়া যেখানে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন অনুমোদন ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা পাবে।

১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় সমস্ত সেবা সমন্বিত একটি ডাটাবেইজ তৈরী।

১১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন, সুশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং খাতভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনসমূহের কার্যাবলি বৃদ্ধি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

১২. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করা।

১৩. শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহায়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৪. ব্যক্তি খাত, ইকোনমি অব স্কেল, স্বল্প বিনিয়োগে অধিক ফলাফল লাভ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

১৫. প্রশিক্ষণ, সেমিনার, মতবিনিময়, গোলটেবিল বৈঠক এবং কারিগরি মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১৬. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, আঞ্চলিকরণ ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

১৭. নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান ও ডিজাইনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা:

- ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন।
- পণ্যের মান, পণ্যের ভিন্নতা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্য বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্য সেবা প্রদান করা।
- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই ঋণ প্রদানে জটিলতা হ্রাসের পরামর্শ এবং এসএমই খাতের চাহিদা অনুসারে আর্থিক সেবা প্রদানকে উৎসাহিত করা।
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।
- সরকার প্রদত্ত কর সুবিধা গ্রহণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সরকারি অবকাঠামো সেবা প্রদান করা।

১৮. ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করা।

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা

সরকার গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন: রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদি সংক্রান্ত পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনো-এন্ট্রাপ্রেনারশিপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে।

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমইবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্য এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করে। ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেসস্টাডি পরিচালনা করে।

ক্রেডিট অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস

ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাস্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপকে সর্বোচ্চ ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মূলত নির্বাচিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সকল ঋণ প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন সরাসরি কোন ঋণ প্রদান করে না। এছাড়া এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফাইন্যান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং ও ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও দক্ষতা উন্নয়ন

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের অন্যতম কাজ। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম হলো- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি এবং আইসিটি কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (ToT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়া, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার

এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এছাড়া ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রিন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারের উপর নানামুখী কাজ করছে।

একসেস টু ইনফরমেশন

এসএমই ফাউন্ডেশন-এর ওয়েব পোর্টাল www.smef.org.bd এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করছে।

নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তকরণে এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ফাউন্ডেশনের অন্যতম কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে: উইমেন চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী-উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকারদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী-উদ্যোক্তা বিষয়ক স্টাডি পরিচালনা, নারী-উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী-উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন ও নারী-উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। যেমন: এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারন; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনা প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলির সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা, প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণের সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন- আইএসও-৯০০০, আইএসও-১৪০০০), উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং প্রার্থীগণ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (hrd.smef.org.bd) অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, ওয়েবসাইটে রক্ষিত নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে ই-মেইলের মাধ্যমে (hrd@smef.org.bd) অথবা ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে এসে সরাসরি আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শর্তাবলী:

- ☑ নারী-উদ্যোক্তা সংগঠনসহ স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবে;
- ☑ প্রশিক্ষণের মেয়াদ: ০৩-১৫ দিন;
- ☑ প্রশিক্ষণের সময়: সকাল ০৯.০০টা-বিকাল ০৫.০০টা;
- ☑ ২৫ বা ততোধিক প্রশিক্ষণার্থী একত্রে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবে;
- ☑ প্রশিক্ষণসমূহ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা/উপজেলা শহরে আয়োজন করা হবে;
- ☑ নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;
- ☑ আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত করা হবে;
- ☑ ট্রেড লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

- নতুন ব্যবসা সৃষ্টি
- ব্যবসা ব্যবস্থাপনা
- ব্যবসায় হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা
- ব্যাংকেবল বিজনেস প্ল্যান তৈরি
- পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা
- অফিস ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ কৌশল
- এসএমই সম্পর্কিত ট্যাক্স ও ভ্যাট বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

- বেসিক বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা
- অ্যাডভান্সড বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা
- ফাস্ট ফুড তৈরি ও সংরক্ষণ
- বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প তৈরি
- আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি তৈরি
- ফ্যাশন ডিজাইন
- ন্যাচারাল ডাইং
- ব্লক-বাটিক
- স্ক্রিন প্রিন্ট
- বহুমুখী পাটজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন
- বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন
- অন্যান্য (চাহিদা সাপেক্ষে)

৮ম জাতীয়
এস এম ই পণ্য
মেলা
২০২০

০৭-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

এস এম ই ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এস এম ই ফাউন্ডেশন '৮ম জাতীয় এস এম ই পণ্য মেলা ২০২০' আয়োজন করতে যাচ্ছে।

'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬' অনুযায়ী উচ্চ অগ্রাধিকার/অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প, আইসিটি/সফটওয়ার শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্প, জুয়েলারি (কৃত্রিম), খেলনা ও আগর শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত এস এম ই প্রতিষ্ঠানসমূহকে মেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদন ফরম এস এম ই ফাউন্ডেশনের কার্যালয় অথবা ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টাল (www.smef.org.bd)-এ পাওয়া যাবে।

আবেদন পত্রের সাথে স্টলের ফি বাবদ 'এস এম ই ফাউন্ডেশন জেনারেল অ্যাকাউন্ট' শিরোনামে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকার পে-অর্ডার এস এম ই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে। পণ্যের মান ও ধরন, মেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা এবং সর্বোপরি 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে স্টল বরাদ্দ চূড়ান্ত করা হবে এবং বরাদ্দপত্র জারি করা হবে।

স্টলের বিবরণ

- সংখ্যা: ৩৫০টি
- সাইজ: ৮x৮ বর্গফুট
- ফি: ১৫,০০০৳

আবেদনের শেষ তারিখ **৩১ ডিসেম্বর ২০১৯**

এস এম ই ফাউন্ডেশন
রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪২৯৮৩, ০১৮১৮৪৮৯২৩৫, ০১৭২৪১৬৬৭২৭
ই-মেইল: bss@smef.org.bd ওয়েব: www.smef.org.bd

সম্পাদনা পরিষদ: এস এম শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক; মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক; মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারি মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন, রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০০১-৪, ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.org.bd ওয়েব সাইট: www.smef.org.bd